ব্যালন ডি’অরের তালিকায় নেই মেসি-নেইমার

এবারের ব্যালন ডি’অর পুরস্কারের জন্য মনোনীত ৩০ জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করেছে ফ্রান্স ফুটবল।

শুক্রবার রাতে প্রকাশিত সেই তালিকায় নেই সাতবারের ব্যালন ডি’অরজয়ী লিওনেল মেসি। শুধু মেসি নন, এই ৩০ জনের তালিকায় আর্জেন্টিনার কোনো ফুটবলার নেই।

স্বাভাবিকভাবেই তালিকায় রয়েছেন – পিএসজির ফরাসি ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপ্পে, রিয়ালের ফরাসি ফরোয়ার্ড করিম বেনজেমা, লিভারপুলের মিসরীয় ফরোয়ার্ড মোহামেদ সালাহ, ম্যানইউর পর্তুগিজ তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

১৯৯৪ সালের পর কোনো আর্জেন্টাইনকে ছাড়া ব্যালন ডি’অরের সংক্ষিপ্ত তালিকা করা হলো।

সে অর্থে দীর্ঘ ২৭ বছরের রেকর্ড ভাঙল। গত ২৭ বছরে প্রতিবারই সংক্ষিপ্ত তালিকায় ছিলেন আর্জেন্টিনা থেকে ন্যুনতম একজন করে ফুটবলার। এর মধ্যে ২০০৫ থেকে প্রতিবারই লিওনেল মেসির নাম ছিল।

এবারের তালিকায় মেসির নাম না থাকাটা অনেকটা ধরে নেওয়াই ছিল। কারণ মেসির সবশেষ মৌসুমটা ভালো কাটেনি। পিএসজির হয়ে সব ধরনের প্রতিযোগিতায় নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি। গোলে অবদান রাখতে পেরেছেন মাত্র ২৫টি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতাতে পারেননি পিএসজিকে।

এসব পারফরম্যান্সের বিচারে রেকর্ড সাত বারের ব্যালন ডি’অর জয়ী মেসি এবার নেই এই সংক্ষিপ্ত তালিকায়। সবশেষ ২০০৫ সালে এই তালিকায় নাম ছিল না তার।

একই কারণে নেই নেইমারও। তবে ব্রাজিলিয়ান এই তারকা সবশেষ মৌসুমটা চোটের ওপরেই গেছে। বেশিরভাগ খেলায় অনুপস্থিত ছিলেন ব্রাজিলের পোস্টারবয়।

তবে গেল মৌসুমে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে দারুণ পারফর্ম করে ব্যালন ডি অরের তালিকায় টিকে গেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। প্রিমিয়ার লিগে দলের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন সিআর সেভেন।

এদিকে রিয়াল মাদ্রিদের প্রাণভ্রমরা করিম বেনজেমা গেল মৌসুম থেকেই রয়েছেন দুর্দান্ত ছন্দে। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪৬ ম্যাচে ৪৪ গোল করে তিনি রিয়ালকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতিয়েছিলেন। তালিকায় তার নাম থাকাটা নিশ্চিতই ছিল। তাকেই এবারের ব্যালন ডি অরের সবচেয়ে বড় দাবিদার ধরা হচ্ছে।

তালিকায় আছেন সদ্য ম্যানচেস্টার সিটিতে পাড়ি জমানো আর্লিং হালান্ড, বায়ার্ন মিউনিখ থেকে বার্সেলোনায় যাওয়া রবার্ট লেভান্ডভস্কি। প্রিমিয়ার লিগের দুই সর্বোচ্চ গোলদাতা মোহামেদ সালাহ, সন হিউং মিনও আছেন এই তালিকায়।

আগামী ১৭ অক্টোবর গেল মৌসুমের সেরা ফুটবলারের হাতে তুলে দেওয়া হবে এই পুরস্কার।

ব্যালন ডি’অরের সংক্ষিপ্ত তালিকা-

কিলিয়ান এমবাপ্পে, আর্লিং হালান্ড, করিম বেনজেমা, মোহামেদ সালাহ, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, ভিনিসিয়াস জুনিয়র, বের্নার্দো সিলভা, লুইস দিয়াস, রবার্ট লেভান্ডভস্কি, ফিল ফোডেন, সাদিও মানে, সেবাস্তিয়ান হলার, লুকা মদ্রিচ, থিবো কোর্তোয়া, রাফায়েল লিয়াও, ক্রিস্টোফার এনকুকু, জশুয়া কিমিখ, ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার আর্নল্ড, রিয়াদ মাহরেজ, ক্যাসেমিরো, সন হিউং মিন, ফ্যাবিনিয়ো, মাইক মিয়াঁ, হ্যারি কেইন, ডারউইন নুনেজ, অ্যান্টোনিও রুডিগার, কেভিন ডি ব্রুইনা, দুসান ভ্লাহোভিচ, ভার্জিল ফন ডাইক, জোয়াও ক্যান্সেলো।

আমি কি বুড়ো হয়ে গেছি বাবর আজম

এশিয়া কাপের আগে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে এখন নেদারল্যান্ডসের পথে পাকিস্তান দল।

সেখানে বাবর আজমের নেতৃত্বে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবেন

তারা।

পাকিস্তান দলের তিন ফরম্যাটেরই অধিনায়ক বাবর আজম। যে কারণে টানা খেলে যাচ্ছেন এ তারকা ব্যাটার। সামনে থেকে দিয়ে যাচ্ছেন নেতৃত্ব। বিশ্রামের সুযোগ নেই সময়ের অন্যতম সেরা ব্যাটারের।

শুক্রবার নেদারল্যান্ডসের উদ্দেশে উড়াল দেওয়ার আগে সংবাদ সম্মেলনে বাবরকে সে কথাই স্মরণ করিয়ে দিলেন পাকিস্তানের এক সাংবাদিক।

ওই সাংবাদিকের প্রশ্ন— ‘আপনার কি মনে হয় না, খেলার চাপ বেশি থাকায় ক্রিকেটাররা বিমর্ষ থাকে? আপনার কি যে কোনো দুটি ফরম্যাট খেললে ভালো হয় না?’

জবাবে বাবর পাল্টা প্রশ্ন ছুড়েন, তাকে দেখে কি মনে হচ্ছে যে, তিনি বুড়ো হয়ে গেছেন?

দারুণ ফিট আছেন বলেই তিন ফরম্যাটে টানা খেলে যাচ্ছেন বলে জানালেন বাবর।

পাকিস্তানের অধিনায়ক সাংবাদিককে বলেন, ‘আপনার কী মনে হয়? আমি কি বুড়ো হয়ে গেছি? আমাকে দেখে কি বুড়ো মনে হয়?

এর পর হাসলেন। নিজেই জবাব দিলেন, আমার মনে হয় না, আমাদের কোনো দুই ফরম্যাটে আটকে যাওয়া উচিত। আসলে বিষয়টি নির্ভর করে খেলোয়াড়ের ফিটনেসের ওপর। যদি খেলার চাপ বাড়ে তা হলে আমরাও ফিটনেস লেভেলের উন্নতি করব।’

সাকিব সিদ্ধান্তে অটল পাপন

আসন্ন এশিয়া কাপের জন্য প্রায় সব দেশই দল ঘোষণা করেছে। কিন্তু এখনো কোনো স্কোয়াড দিতে পারেনি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

এর অন্যতম কারণ জিম্বাবুয়ে সফরে চোটে আক্রান্ত একাধিক খেলোয়াড়।

এদিকে একাদশের নিশ্চিত তারকা সাকিব আল হাসানকে নিয়েও তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।

বিশ্বস্ত সূত্রগুলো বলছে, বেটিং প্রতিষ্ঠান বেটউইনারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার খবরে সাকিবকে স্কোয়াডে রাখা নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে বিসিবি।

সাকিব প্রশ্নে গত কয়েকদিন ধরেই অনড় ছিলেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন।

তিনি জানিয়েছিলেন, আমি আগেই বলেছি— এটি মেনে নেব না। ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাপারে আমার জিরো টলারেন্স অবস্থান। এখন অন্যদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেব।

বৃহস্পতিবার এক বৈঠকের পর সিদ্ধান্তে অটল রয়েছেন পাপন।

বিসিবি বস হুশিয়ারি দিলেন, বেটউইনার নিউজের সঙ্গে চুক্তি বাতিল না করলে আসন্ন এশিয়া কাপসহ বাংলাদেশ ক্রিকেটের সঙ্গে সাকিবের কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পাপন বলেন, দেখুন, আমরা তাকে (সাকিব) একটি চিঠি দিয়েছি। গতকাল তার চিঠির উত্তর দেওয়ার সময় বেধে দেওয়া হয়েছিল। শুনেছি আজ সে জানাবে। আজ আগে জানাক, দেখি তারপর তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব। তবে এতোটুকু বলে রাখছি, বেটিং সংক্রান্ত কোনো কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড, বাংলাদেশ ক্রিকেটের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

উল্লেখ্য, বেটউইনারের অঙ্গসংগঠন ক্রীড়াবিষয়ক সংবাদভিত্তিক ওয়েবসাইট বেটউইনার নিউজের সঙ্গে পণ্যদূত হয়েছেন সাকিব। বিষয়টি জানার পর সাকিবকে চুক্তি বাতিল করতে বলে বিসিবি। কিন্তু এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সাকিব তার অবস্থান বদলানোর কোনো সিদ্ধান্ত বিসিবিকে জানাননি।

আফিফ-বিজয়ের ফিফটিতে ২৫০ পার করলো বাংলাদেশ

আফিফ হোসেন ও এনামুল হক বিজয়ের জোড়া ফিফটিতে ভর করে ৯ উইকেটে ২৫৬ রান করল বাংলাদেশ।

হোয়াইটওয়াশ এড়াতে হলে বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ে নিজেদের সর্বোচ্চ উজাড় করে দিয়ে খেলতে হবে তামিম ইকবালের নেতৃত্বাধীন দলকে।

সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৩০৩/৩ রান করেও বাংলাদেশ হারে ৫ উইকেটে। দ্বিতীয় ম্যাচে ২৯০/৯ রান করে আগের মতোই টাইগাররা হারে ৫ উইকেটে।

বুধবার হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠে টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে উদ্বোধনী জুটিতে স্কোর বোর্ডে ৪১ রান জমা করেন দুই ওপেনার তামিম ইকবাল ও এনামুল হক বিজয়। এনামুলের সঙ্গে ভুল বুঝাবুঝির কারণে রান আউট হয়ে ফেরেন তামিম ইকবাল।

উদ্বোধনীতে ৪১ রান করা বাংলাদেশ এরপর মাত্র ৬ রানের ব্যবধানে হারায় ওপেনার তামিম ইকবাল, তিনে ব্যাটিংয়ে নামা নাজমুল হোসেন শান্ত ও চারে ব্যাটিংয়ে নামা সাবেক অধিনায়ক মুশফিকুর রহিমকে।

প্রথম দুই ওয়ানডেতে ৬২ ও ৫০ রান করা বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক তামিম এদিন ফেরেন ৩০ বলে ১৯ রান করে। শান্ত-মুশফিকরাতো রানের খাতা খোলার সুযোগই পাননি।

চতুর্থ উইকেটে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের সঙ্গে ৯০ বলে ৭০ রানের জুটি গড়ে ফেরেন ওপেনার এনামুল হক বিজয়। আগের দুই ম্যাচে ৭৩ ও ২০ রানে আউট হওয়া বিজয় এদিন ফেরেন ৭১ বলে ৬টি চার আর ৪টি ছক্কায় ৭৬ রান করে।

বিজয় আউট হওয়ার পর আফিফ হোসেনের সঙ্গে ৫৭ বলে ৪৯ রানের জুটি গড়ে আউট হন রিয়াদ। আগের দুই ম্যাচে ২০* ও ৮০* রানে অপরাজিত থাকা মাহমুদউল্লাহ এদিন টেস্টের আদলে ব্যাটিং করে ৬৯ বলে ৩৯ রানে ফেরেন।

রিয়াদের পর আফিফের সঙ্গে ৪৭ বলে ৩৩ রানের জুটি গড়ে আউট হন অলরাউন্ডার মেহিদ হাসান মিরাজ। তিনি ফেরেন ২৪ বলে দুই চারে ১৪

রান করে। আগের ম্যাচেও সুবিধা করতে পারেননি মিরাজ। ফেরেন ১৫ রানে। দুই ম্যাচে তার সংগ্রহ মাত্র ২৯ রান। প্রথম ম্যাচে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাননি।

মিরাজ আউট হওয়ার পর আসা-যাওয়ার মিছিলে অংশ নেন তাইজুল ইসলাম, হাসান মাহমুদ ও মোস্তাফিজুর রহমানরা। তবে আফিফ হোসেনের দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে শেষ বল পর্যন্ত খেলতে পারে বাংলাদেশ।

২৪.৪ ওভারে দলীয় ১২৪/৪ রানের সময় ব্যাটিংয়ে নেমে ইনিংসের শেষ বল পর্যন্ত খেলেন আফিফ। তার ৮১ বলে ৬টি চার আর দুটি ছক্কায় সাজানো ৮৫ রানের অপরাজিত ইনিংসের সুবাদে বাংলাদেশ ৯ উইকেটে ২৫৬ রান তুলতে সক্ষম হয়।

এশিয়া কাপে ফিরছে সাইফউদ্দিন

ফেরার অপেক্ষায় অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন। আসন্ন এশিয়া কাপ দিয়ে ফিরতে চান এই ক্রিকেটার। এজন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন।

ভারতে চিকিৎসা শেষ দেশে ফিরে এক সপ্তাহের বিশ্রামে ছিলেন সাইফউদ্দিন। এর পর শুরু করেন ফিটনেস ট্রেনিং। শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে স্কিল অনুশীলন। সোমবার মিরপুরে পূর্ণ রানআপে বল করেছেন বিসিবির ফিজিওর উপস্থিতিতে। সব মিলিয়ে ইতিবাচক সাইফউদ্দিন।

এশিয়া কাপের জন্য প্রস্তুত হতে মঙ্গলবার খুলনায় যাবেন তিনি। সেখানে বাংলাদেশ টাইগার্সের হয়ে এইচপি ইউনিটের বিপক্ষে একটি পঞ্চাশ ওভারের ম্যাচ আর দুটি টি-টোয়েন্টি খেলবেন তিনি।

সোমবার মিরপুরে সংবাদ মাধ্যমকে সাইফউদ্দিন বলেন, ‘যদি সব ঠিকঠাক থাকে তাহলে ইনশাআল্লাহ খুলনায় অনুশীলন ম্যাচ (এইচপি ও বাংলাদেশ টাইগার্সের মধ্যে) খেলতে যাব। প্রথম থেকেই আজ ফুল রানআপে বল করেছি। ইনটেনসিটি হয়ত শতভাগ ছিল না। দিনকে দিন আস্তে আস্তে বাড়াব। যেহেতু আমার শরীর, আমি তো বুঝতে পারছি অবস্থা। আগের চেয়ে ভালো বোধ করছি বলেই আত্মবিশ্বাসী আমি।’

তিনি বলেন, ‘প্রত্যেক খেলোয়াড়েরই লক্ষ্য থাকে এশিয়া কাপ খেলা।

আমি অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়েও এশিয়া কাপ খেলিনি। দুটি আইসিসি ইভেন্ট খেললেও এশিয়া কাপে খেলা হয়নি। এটা নিয়ে বাড়তি একটা রোমাঞ্চ কাজ করে। যদি সুযোগ পাই অবশ্যই আনন্দিত হব।’

ভারতের স্বপ্ন ভেঙে দিল অস্ট্রেলিয়া

কমনওয়েলথ গেমস নারী ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার কাছে মাত্র ৯ রানে হেরে গেছে ভারত। এ পরাজয়ে নারী ক্রিকেট ইভেন্টে স্বর্ণজয়ের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল ভারতীয়দের।

বার্মিংহ্যামে স্বর্ণপদক জিতল অস্ট্রেলিয়া। হেরে রৌপ্যপদক পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে ভারতীয় নারী ক্রিকেট দলের। তৃতীয় হয়ে তাম্রপদক জিতেছেন নিউজিল্যান্ডের নারীরা।

রোববার রাতে এজবাস্টনে হওয়া ফাইনাল ম্যাচে আগে ব্যাট করে ১৬২ রানের লক্ষ্য ছুড়ে দেন অসি প্রমীলারা।

জবাবে হারমানপ্রিত কৌর ও জেমাইমা রদ্রিগেজের জুটিতে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ভারত। কিন্তু অসিদের বোলিং তোপে মাত্র ৩৪ রানে শেষের ৮ উইকেট হারান তারা। ১৫২ রানে অলআউট হয়ে যায় ভারত।

শুরুতে তিন ওভারের মধ্যেই দুই ওপেনার শেফালি ভার্মা (১১) ও স্মৃতি মান্ধানার (৬) উইকেট হারায় ভারত।

তৃতীয় উইকেটে ১২.১ ওভারে ৯৬ রানের জুটি গড়ে হারমানপ্রিত ও জেমাইমা। ১১৮ রানে এ জুটি ভাঙার পরই ফের ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে ভারত।

জেমাইমা ৩৩ বলে ৩৩ রান ও ৪৩ বলে ৬৪ রানের ইনিংস খেলেন হারমানপ্রিত।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট নিয়েছেন অ্যাশলে গার্ডনার, মেগান স্কাটের শিকার ২ উইকেট।

এর আগে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ব্যাট হাতে সর্বোচ্চ ৬১ রান করেন বেথ মুনি। এ ছাড়া মেগ ল্যানিং করেন ২৬ বলে ৩৬ রান। শেষ দিকে অ্যাশলে গার্ডনার ১৫ বলে ২৫ ও রাসেল হেইন্সের ১০ বলে ১৮ রান করলে ১৬২ রান টার্গেট দিতে পারে অস্ট্রেলিয়া।

খবর শুনে অবাক হয়েছিলাম পেসার এবাদত

জিম্বাবুয়ে সফরে বাংলাদেশ দল যেন চোট-আঘাতের হাটে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে পেসারদের চোট নিয়ে বিপাকে পড়েছে দল। শরীফুলের পর চোটে আক্রান্ত মোস্তাফিজুর রহমানও।

ফলে খেলোয়াড় সংকট দেখা দিয়েছে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে বাকি দুই ওয়ানডেতে। যে কারণে হুট করেই জিম্বাবুয়ে সফরে ডাক পড়েছে পেসার এবাদত হোসেনের।

শনিবার জিম্বাবুয়ের উদ্দেশ্যে এক্ষুণি ব্যাগ গোছাতে হবে জেনে অবাক হয়ে যান এবাদত।

ঢাকা ছাড়ার আগে এবাদত বলছিলেন, ‘প্রথমে অবাক তো হয়েছিলাম। পরে খুব খুশি লাগল। কারণ সফরের আগে যাওয়ার কথা ছিল। সেটি হয়নি, এখন যাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ্ দেশের জন্য ভালো কিছু করার চেষ্টা করব। সুযোগ পেলে কাজে লাগানোর চেষ্টা করব। ’

হঠাৎ জাতীয় দলের হয়ে মাঠে নামার প্রস্তুতি আছি কিনা প্রশ্নে এবাদত বলেন, ‘আমি অনুশীলনের মধ্যেই আছি। অনুশীলনের মধ্যে না থাকলে মানসিকভাবে পিছিয়ে থাকতাম। তাই আত্মবিশ্বাস ভালো আছে।

তবে সাদা বলের অনুশীলনে ব্যস্ত ছিলেন বলে জানালেন এবাদত। বললেন, ‘বাংলাদেশ টাইগার্সের হয়ে এইচপির বিপক্ষে খেলার জন্য খুলনায় ছিলাম। ওখানে সাদা বলের জন্য গিয়েছিলাম।’

উল্লেখ্য, শুক্রবার প্রথম একদিনের ম্যাচ খেলতে নেমে চোট পান বাংলাদেশের তিন ক্রিকেটার। ওপেনার লিটন কুমার দাস হ্যামস্ট্রিং

ইনজুরিতে পড়ে সফর থেকে ছিটকে গেছে। মুশফিকুর রহিমের হাতের চোট ততটা গুরুতর নয়। তবে বাঁহাতি স্পিনার শরীফুল ইসলামের খেলা নিয়ে শঙ্কা রয়েছে।

এ জন্য ঝুঁকি না নিয়ে বাকি দুই ম্যাচের জন্য দেশ থেকে ওপেনার নাঈম শেখ আর পেসার এবাদত হোসেনকে উড়িয়ে জিম্বাবুয়ে নিয়ে গেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। শনিবার সন্ধ্যা ৭.৪৫ মিনিটে দেশ ছাড়েন তারা।

কুষ্টিয়ায় নির্মিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম

কুষ্টিয়ায় নির্মিত হচ্ছে খুলনা বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত আন্তর্জাতিক মানের শেখ কামাল স্টেডিয়াম। ১৩ একর জায়গা নিয়ে প্রায় ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে এই স্টেডিয়ামটি।

এরই মধ্যে স্টেডিয়ামটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ২০২৩ সালে স্টেডিয়ামটি উদ্বোধন করার কথা রয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত এই স্টেডিয়ামটি নির্মাণ শেষ হলে দীর্ঘদিনের ঝিমিয়ে পড়া কুষ্টিয়া জেলার ক্রীড়াঙ্গণ আবারো প্রাণ ফিরে পাবে।

দেশের ক্রীড়াঙ্গণে কুষ্টিয়া জেলার অসামান্য অবদান রয়েছে। এই মাঠ থেকেই উঠে এসেছেন জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমন, মোহাম্মদ মিথুন, এনামুল হক, বিজয়দের মতো তারকা সব খেলোয়াড়। ক্রিকেটের পাশাপাশি ফুটবলেও আকরাম, আশরাফুলের মতো তারকা খেলোয়াড়দের জন্ম এই কুষ্টিয়া জেলায়।

কিন্তু ভালো মানের স্টেডিয়ামসহ নানা সংকটের কারণে দীর্ঘদিন ধরে জেলার ক্রীড়াঙ্গণ যেনো অনেকটায় ঝিমিয়ে পড়েছে। তবে দেরিতে হলেও কুষ্টিয়ায় নির্মিত হচ্ছে শেখ কামাল স্টেডিয়াম। পুরনো স্টেডিয়াম

ভেঙে প্রায় ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে সেখানে নির্মিত হচ্ছে আধুনিক মানের আন্তর্জাতিক এই স্টেডিয়ামটি।

কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট অনুপ কুমার নন্দী জানান, নতুন এই স্টেডিয়ামে ক্রিকেট এবং ফুটবল দুটি খেলাই যাতে অনুষ্ঠিত হতে পারে সেভাবেই নকশা তৈরি করা হয়েছে। ক্রিকেট পিচের পাশেই থাকবে পুরোপুরি একটি ফুটবল মাঠ। জিমনেশিয়াম, সুইমিং পুল, খেলোয়াড়দের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা, আধুনিক গ্যালারি, প্রেস বক্স, সম্প্রচার পিসিআর, প্রেসিডেন্স এরিয়াসহ আন্তর্জাতিক ভ্যেনুর সকল সুযোগ-সুবিধাই থাকবে এই স্টেডিয়ামে।

আন্তর্জাতিক মানের এই স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ায় খুশি জেলার ক্রীড়াঙ্গনের সাবেক ও বর্তমান খেলোয়াড়রাও। তারা দ্রুত এই স্টেডিয়ামটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার দাবি জানান।

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের নির্বাচক কুষ্টিয়ার কৃতি সন্তান হাবিবুল বাশার সুমনের কণ্ঠেও উচ্ছ্বাসের সুর।

তিনি জানান, শেখ কামাল স্টেডিয়ামটি হবে আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম। আমরা এখানে বসেই আন্তর্জাতিকমানের খেলা দেখার সুযোগ পাবো। এটি কুষ্টিয়াবাসীর জন্য একটি বড় অর্জন বলে তিনি মনে করেন।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি জানিয়েছেন, বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত শেখ কামাল। তার নামেই নামকরণ করা হয়েছে এই স্টেডিয়ামটি। এটি নির্মাণ সম্পন্ন হলে কুষ্টিয়ার ক্রীড়াঙ্গনে এক নবদিগন্তের সূচনা হবে।

সিরিয়াল কিলারের নামে স্টেডিয়ামের গ্যালারি!

ইংল্যান্ডের ক্লাব সাউথএন্ড ইউনাইটেডের মাঠ রুটস হলের পশ্চিম

পাশের গ্যালারির নাম দেওয়া হয়েছে ‘গিলবার্ট অ্যান্ড রোজ ওয়েস্ট স্ট্যান্ড’।

আর এমন নাম দিয়েই বিপাকে পড়েছে ক্লাবটি। কারণ, ইংল্যান্ডের অন্যতম কুখ্যাত ‘সিরিয়াল কিলারের’ নাম রোজ ওয়েস্ট।

এ নামের সঙ্গে গ্যালারির নাম মিলে যাওয়ায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষোভ ঝাড়ছেন ইংলিশরা। যত দ্রুত সম্ভব নাম পরিবর্তনের দাবি জানাচ্ছেন তারা।

অবশ্য ইচ্ছে করে এমন নাম দেয়নি সাউথএন্ড। রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান গিলবার্ট অ্যান্ড রোজের সঙ্গে স্পনসরশিপ চুক্তির কারণে গ্যালারির নামকরণ করা হয় এই নামে।

ক্লাবটির চেয়ারম্যান রন মার্টিন পরে সংবাদমাধ্যম ‘টকস্পোর্ট’কে বলেছেন, ‘এটা দুর্ভাগ্যজনক। ক্লাবের জন্য মোটেই ভালো কিছু নয়। আসলে ক্লাবের বাণিজ্যিক বিভাগের কেউ সেই ভয়ংকর ঘটনার সময় জন্ম নেয়নি। সম্ভবত এ কারণেই বিপত্তিটা ঘটেছে। আমাদের সিনিয়রদের কারও বিষয়টি খেয়াল করা উচিত ছিল। কিন্তু কেউ তা করেনি। এজন্য সবার কাছে ক্ষমা চাই।’

শিগশিগই নাম পাল্টাবেন বলে জানালেন তিনি। বললেন, ‘ক্লাবের প্রধান নির্বাহী টম লরেন্সের সঙ্গে কথা বলেছি। আমরা অবশ্যই নামটি পাল্টাব। আমরা গ্যালারির নাম পাল্টে ‘দ্য ওয়েস্ট স্ট্যান্ড স্পনসরড বাই গিলবার্ট অ্যান্ড রোজ’ রাখব।’

উল্লেখ্য, ষাটের দশকে ব্রিটিশ নাগরিক রোজ ওয়েস্ট ও তার স্বামী ফ্রেড ওয়েস্ট গ্লুস্টারে নিজেদের বাসায় একের পর এক নৃশংস সব খুন করেন। ২০ বছর ধরে এই দম্পতি ঠিক কতগুলো খুন করেছেন, তার সঠিক হিসাব জানা জায়নি। তবে ১০টি খুনের হিসাব পাওয়া গেছে। সেই দায়ে ১৯৯৫ সাল থেকে রোজ ওয়েস্ট পশ্চিম ইয়র্কশায়ারে কারাভোগ করছেন। আর শাস্তি থেকে বাঁচতে একই বছর জেলে আত্মহত্যা করেন রোজের স্বামী ফ্রেড।

তথ্যসূত্র: ইএসপিএন

শেষ টি-টোয়েন্টি খেলা দেখেননি সোহান

জিম্বাবুয়ে সফরে টি-টোয়েন্টি সিরিজটি নুরুল হাসান সোহানের নেতৃত্বে খেলার কথা ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টির সময় আঙুলের চোটে পড়ে গোটা সফর থেকেই ছিটকে পড়েন এ উইকেটরক্ষক-ব্যাটার।

শেষ টি-টোয়েন্টি খেলেননি, ওয়ানডে সিরিজও দর্শক হয়ে দেখতে হবে তাকে।

এদিকে শেষ ম্যাচে হেরে ২-১ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজ হাতছাড়া করেছে বাংলাদেশ। অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশের বিপক্ষে সিরিজ হারে হতাশ দেশের ক্রিকেটপ্রেমীসহ বিসিবির নির্বাচকরাও। দলের ওপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ টিম ডিরেক্টর খালেদ মাহমুদ।

দলের বাইরে থাকলেও সিরিজ হার কতটা যন্ত্রণা দিয়েছে সোহানকে? তিনি জানালেন, শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি দেখেনইনি তিনি।

সোহান বলেন, ‘অবশ্যই খারাপ তো লাগবেই। হারলে তো খারাপ লাগবেই। আমিও থাকতে পারিনি, নিজের কাছে খারাপ লাগছে। যেহেতু খেলাও দেখিনি, কোনো মন্তব্যও করতে পারছি না। তবে সবাই নিজের জায়গা থেকে খুব চেষ্টা করেছে।’

এখন তার ফোকাস এশিয়া কাপের দিকে— এমনটিই জানালেন সোহান। আগস্টের শেষ দিকে অনুষ্ঠিতব্য এ মেগা আসরের আগেই চোট সেরে উঠবেন বলে আশাবাদী তিনি।

এবারের এশিয়া কাপও হবে বাংলাদেশের জন্য ‘কঠিন’ ফরম্যাট টি-টোয়েন্টিতে।

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ হার এশিয়া কাপে প্রভাব ফেলবে কিনা প্রশ্নে সোহান বলেন, ‘টি-টোয়েন্টিতে আমাদের উন্নতির অনেক জায়গা আছে। (এশিয়া কাপে) শ্রীলংকা-আফগানিস্তান দুটো দলই খুব ভালো প্রতিপক্ষ। আমরা নিজেদের শতভাগ দিয়ে ঘাটতির জায়গাগুলোয় কিছুটা উন্নতি করলে ইনশাআল্লাহ ভালো ফল হবে। উন্নতির জায়গায় মনোযোগ দিতে হবে, যাতে এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপে

ভালো করতে পারি। এশিয়া কাপের এখনো সময় আছে। ভিন্ন একটা টুর্নামেন্ট। মনে হয় না ওরকম প্রভাব ফেলবে।’